প্রথম আলো

তারিখ 21 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সংবাদ সম্মেলনে সংসদীয় কমিটির সভাপতি

স্কুলের প্রশ্ন ফাঁসের দায় সরকারের নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মধ্যেই গতকাল বুধবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেন বলেছেন, প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় সরকারের নয়।

সংসদীয় কমিটির বৈঠক শেষে গতকাল বুধবার সংসদ ভবনের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, কীভাবে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে, তা তাঁরা জানেন না। কারণ, সরকার এসব পরীক্ষার প্রশ্ন করে না। উপজেলা পর্যায়ে স্কুলভিত্তিক এসব প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। তবে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশ দিয়েছে কমিটি।

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে সরকারের অবস্থা লেজেগোবরে। বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের বাস্তবতা বারবার অস্বীকার করায় পুরো বিষয়টি এখন সরকারের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। পাবলিক পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ও চাকরিতে নিয়োগের পরীক্ষা—সব ক্ষেত্রেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। এবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে বরগুনা, মুন্সিগঞ্জ, নাটোরে কয়েক শ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। সর্বশেষ প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে নাটোর সদরের ১০২টি বিদ্যালয়ের প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার গণিত বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। গত সোমবার উপজেলার একটি বিদ্যালয়ে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের হাতে লেখা কপি পাওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেয় উপজেলা প্রশাসন। এর আগে বিভিন্ন সময় এইচএসসি, এসএসসি, জেএসসি ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে।

প্রশ্ন

সরকার এই দায় এড়াতে পারে না : রাশেদা কে চৌধূরী

উল্লেখ্য, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য উপজেলা পর্যায়ে একটি কমিটি থাকে। সেই কমিটির প্রধান থাকেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং সদস্যসচিব থাকেন জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। কমিটিতে শিক্ষকেরা সদস্য হিসেবে থাকেন। এই কমিটির অধীনেই শিক্ষকদের দিয়ে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়।

গতকালের সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন দাবি করেন, এবারের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার কোনো প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। আগেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হতো বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, '১৯৬৫ সালে আমি এসএসসি (ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তখনো প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সদস্য আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন বলেন, প্রাথমিকে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির প্রশ্নপত্র উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষক সমিতি করে। এখানে সরকার বা মন্ত্রণালয়ের কোনো হাত নেই।

বৈঠক সূত্র জানায়, বৈঠকে জানানো হয়, পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও অষ্টম শ্রেণির জেএসসি পরীক্ষা অব্যাহত রাখতে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং মাঠপর্যায়ে ইতিবাচক প্রচারণা চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ জন্য সভা-সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

দায় এড়ানোর সুযোগ নেই : রাশেদা কে চৌধূরী

প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় সরকারের নেই বলে সংসদীয় কমিটির সভাপতি যে বক্তব্য দিয়েছেন, সে বিষয়ে জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী *প্রথম আলোকে* বলেন, এটা ঠিক যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় হয়ে থাকে। কিন্তু মূল ধারার প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব সরকারের। ফলে সরকারের দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। বরং যাঁরা এই পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাঁদের দায়বদ্ধতা সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে। তা ছাড়া এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে, সে জন্য তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করাসহ কঠোর পদক্ষেপও সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।